68

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...10 APR 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

অনার্স ক্লাসে ভর্তি সংকট

আগামী ১ মে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের এই শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ইতিমধ্যে ৭০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। কিন্তু পত্রিকান্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী আসন সংখ্যা রয়েছে ৪ হাজার। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য ১৭ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। লক্ষণীয় বিষয় হল, যারা ভর্তি হতে পারবে তাদের চেয়ে যারা ভর্তি হতে পারবে না তাদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী হবে।

নতুন বিষয় নয়। এ আমাদের খুবই পরিচিত ঘটনা। বছরের পর বছর ধরে শিক্ষাঙ্গনের প্রায় প্রতি স্তরে এ সমস্যা বহাল আছে। সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ অবশ্যই নেয়া হয়েছে। এ বছরও গত বছরের তুলনায় অনার্স কোর্সের প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার হারের চেয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী। শিক্ষাঙ্গনের ভর্তি সমস্যা মোকাবিলা করা বাস্তবিকই কঠিন কাজ বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

একটা উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশমান ধারায় এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়া বিচিত্র নয়। একদিক থেকে বিচার করলে একে ইতিবাচক লক্ষণ বলেই ধরতে হয়। দেশে শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহও এখানে বর্তমান-এ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তবে সমস্যাকে কতখানি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে তার ওপর দেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করে।

একটা সত্য আমাদের মানতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে এখনো যথেষ্ট সম্প্রসারিত নয়। বরং খুবই সীমিত। আসন সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে এখানে ভর্তি সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে না। প্রয়োজনে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করার কথা ভাবতে হবে অথবা আরও বেশী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষে চার হাজার ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করার পর যে ৬৬ হাজার শিক্ষার্থী ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে বিদায় হবে তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। সমাজ তরুণদের কাঁধে ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে হাত গুটিয়ে থাকতে পারে না। একথা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ফিরে যায় তাদের কেউ কেউ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেছে। অনেকের কোথাও না কোথাও ব্যবস্থা হয়েও যায়। তবে সবার হয় না। অনেক শিক্ষার্থীই কোথাও চান্স না পেয়ে হারিয়ে যায়। এরা বিপথগামীও হতে পারে-সন্ত্রাসী, ড্রাগিস্ট অথবা চাঁদাবাজ। একটা সুস্থ ও শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমাজের প্রতিটি তরুণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা থাকতে হবে। প্রত্যেকে যাতে সুস্থ ক্যারিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে চাই। মানবসম্পদের উন্নয়ন চাই। কাজটা জরুরী। এ ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। শিক্ষা চাইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সর্বত্র এ নীতি অনুসরণ করা জরুরী।